ই - সংবাদ

বি এস এফ আয়োজিত উর্জা কাপের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী
প্রতিভাবান খেলোয়াড় তুলে আনতে উদ্যোগ নিক বি এস এফ

আগরতলা, ১১মে ।। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার শুধু ফুটবলে নয়, অন্যান্য ইভেন্টেও প্রতিভাবান খেলোয়াড় তুলে আনার জন্য বি এস এফ কর্মকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন । তিনি বলেন, ফুটবল নিঃসন্দেহে একটি জনপ্রিয় খেলা হলেও অন্যান্য ইভেন্টগুলিকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে । মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সরকার গতকাল বিকেলে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে ১০দিন ব্যাপী অনূর্ধ্ব -১৯ উর্জা কাপ ফুটবলের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এই আহ্বান জানান । এই প্রতিযোগিতায় বালক ও বালিকা বিভাগে মোট ১৬টি দল অংশ নেয় ।

মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বি এস এফ -এর এই মেগা আসরের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, এখানে ১৬টি দলের বালক-বালিকারা একসাথে মিলে লড়েছে । কিন্তু দুঃখের বিষয় এতো বৃহৎ দেশ হয়েও ভারত ফুটবলে পিছিয়ে । বিশ্বকাপ ফুটবলে খেলা দূরের কথা, যোগ্যতাপর্বেই ভারতীয় দল পেছনের সারিতে রয়েছে । তিনি বলেন, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি ছাড়া শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারে না । কিন্তু দেশে সঠিক ক্রীড়া নীতি, শিক্ষানীতি ও সাংস্কৃতিক নীতির অভাবে আমরা পিছিয়ে রয়েছি । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতের সব চেয়ে বৃহৎ নিরাপত্তা বাহিনী হলো বি এস এফ । তারা এ আসরের আয়োজন করায় ভালই হয়েছে । সুন্দরভাবে প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। বিজয়ী দল পরবর্তী পর্বে শিলং-এ জোন্যাল আসরে লড়বে । আমরা আশা করবো ত্রিপুরার দল যেন শিলঙের আসরের বাধা পার করে দিল্লীর চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় খেলার সুযোগ পায় । প্রতিভা অন্বেষণের এই উদ্যোগ বি এস এফ যেন বন্ধ না করে । এদিন সমাপ্তি অনুষ্ঠানে রাজ্যের গর্ব কিক বক্সার নিষ্ঠা চক্রবর্তী ও তার কোচ পিনাকি চক্রবর্তীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাদের হাতে স্মারক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার । সেই সাথে মুখ্যমন্ত্রী উর্জা কাপের চ্যাম্পিয়ান ও রানার্স দলকেও পুরস্কৃত করেন । ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল বালক ও বালিকা উভয় বিভাগেই চ্যাম্পিয়ান হয়। দুটি দলই ট্রাফির সাথে পায় ৫০ হাজার টাকার প্রাইজমানি । বালক বিভাগের রানার্স বরক ফুটবল একাডেমি ও বালিকা বিভাগের রানার্স মুঙ্গিয়াকামি দ্বাদশ স্কুলকে দেওয়া হয় ট্রফি ও ৩০ হাজার টাকার প্রাইজমানি । আর বালক বিভাগের তৃতীয় দল বোধজং বয়েজ দ্বাদশ ও বালিকা বিভাগের তৃতীয় দল বিশ্রামগঞ্জ প্লে সেন্টার পেয়েছে ট্রফি ও ২০ হাজার টাকার প্রাইজমানি । প্রতিযোগিতায় সর্বোচ্চ গোলদাতা হন বালক বিভাগে প্রীতম হোসেন এবং বালিকা বিভাগে প্রীতি জমাতিয়া । সেরা ফুটবলারের পুরস্কার পান বালক বিভাগে অবর্ণহরি জমাতিয়া এবং বালিকা বিভাগে প্রীতি জমাতিয়া । সমাপ্তি অনুষ্ঠানের শেষ দিকে হজাগিরি নৃত্য ও পঞ্জাবি ভাংড়া নৃত্য দর্শকদের মন জয় করে নেয় ।

বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপন

আগরতলা, ০৯মে ।। আজ সকালে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং হলে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে শ্রদ্ধার সাথে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম জয়ন্তী উদযাপন করা হয় । অনুষ্ঠান শুরুতে শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী, তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা সহ বিশিষ্ট জনেরা রবীন্দ্র প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান । অনুষ্ঠানের উদ্বোধক শিক্ষা মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী বর্তমান প্রজন্মকে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আদর্শকে অনুসরণ করার আহ্বান জানিয়েছেন । তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন এক বিরল প্রতিভার অধিকারী । তাঁর স্বপ্ন ছিল দেশ হবে সকলের । যেখানে জাত, পাত, ধর্ম, বর্ণ সম্প্রদায় থাকবে না । থাকবে সকলের সমান অধিকার । তাই রাজ্য সরকার রবীন্দ্রনাথকে রাজ্যের প্রতিটি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবার উদ্যোগ নিয়েছে । তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মানব দরদী ও দেশ প্রেমিক । তিনি তাঁর কবিতায়, গল্পে, সাহিত্যে, গানে সমাজের অবহেলিত, দলিত, গরীব, অসহায়দের কথা লিখে গেছেন ।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আজও দেশে ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়ের নামে অনৈক্য, বিভেদ ও অসহিষ্ণুতা সৃষ্টি করা হচ্ছে । আজ এর থেকে উত্তোরণের জন্য আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক । বর্তমান প্রজন্মকে তাঁর পথ অনুসরণ করতে হবে ।

প্রধান অতিথির ভাষণে তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা বলেন, রবীন্দ্রনাথ চিরন্তন । আজ রবীন্দ্র কাননে প্রভাতী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানের সূচনা করেছি । এতে সহস্রাধিক কচিকাঁচা নাচে, গানে অংশ নিয়েছে । তিনি বলেন, ঞ্চবিবিধের মাঝে মিলন মহান...ঞ্চ এই স্বপ্নই রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন । আমরাও চাই রবীন্দ্র চর্চার মধ্য দিয়ে দেশের অসহিষ্ণুতা, অনৈক্য, বিভেদ দূর করতে । রবীন্দ্রনাথের চিন্তা ও আদর্শ আমরা যদি গ্রহণ না করি তবে পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বিদ্বেষ লেগেই থাকবে । তাই রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে আমাদের গ্রহণ করতে হবে । সম্মানিত অতিথির ভাষণে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ড. প্রফুল্লজিৎ সিনহা বলেন, রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা আজকের দিনে অনেক বেশী । তাঁকে সঠিক ভাবে জানি না বলেই আজ ধর্মের নামে, বর্ণের নামে বিভেদ সৃষ্টি হচ্ছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন । এছাড়া, বক্তব্য রাখেন উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা ড. বিপ্রদাস পালিত, রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের অধিকর্তা রতীশ মজুমদার, রবীন্দ্র গবেষক সুবিমল রায়, বিশিষ্ট ককবরক লেখক নরেশ চন্দ্র দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য এবছর রবীন্দ্র পুরস্কার ২০১৭-তে ভূষিত করা হয় যথাক্রমে রবীন্দ্র গবেষক সুবিমল রায় ও ককবরক লেখক নরেশ চন্দ্র দেববর্মাকে । মন্ত্রী তপন চক্রবর্তী ও মন্ত্রী ভানুলাল সাহা তাদের প্রত্যেকের হাতে শাল, মানপত্র, বই ও ১৫০০০ টাকার চেক তুলে দেন। স্বাগত ভাষণ দেন বুনিয়াদী শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা কুন্তল দাস । অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বর্ণময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে । সভাপতিত্ব করেন মধ্যশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা উত্তম কুমার চাকমা ।

This document was created using Solid PDF Converter
To remove this message, purchase the product at www.SolidPDFConverter.com

বিশালগড়ে বর্ষবরণ অনুষ্ঠান ১২মে

আগরতলা, ০৯মে ।। আগামী ১২মে বিশালগড়স্থিত শুভদীপ হলে বিশালগড় পুর পরিষদের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা সংস্কৃতি সমন্বয় কেন্দ্র বিশালগড় বিভাগের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হবে বর্ষবরণ ১৪২৪ অনুষ্ঠান। ঐদিন বিকাল ৪টায় অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করবেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী ভানুলাল সাহা । প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি ফকরউদ্দিন আহমেদ । বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিশালগড় পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন পার্থ প্রতিম মজুমদার । সভাপতিত্ব করবেন বিশালগড় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন পূর্ণিমা চক্রবর্তী।

ক্রীড়াক্ষেত্রে যে পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে তাকে কাজে লাগাতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ০৮ মে ।। রাজ্য সরকার সংস্কৃতি এবং ক্রীড়া দু-টি বিষয়কেই গুরুত্ব দিয়ে এর বিকাশে কাজ করছে । এর মধ্য দিয়ে প্রতিভাবান শিল্পী যেমন উঠে আসছে তেমনি প্রতিভাবান খেলোয়াড়দেরও আত্ম প্রকাশ ঘটছে । মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার গতকাল সন্ধ্যায় ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত ২০১৬-১৭ সালের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ ও সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে এই কথা বলেন । আগরতলার মুক্তধারা অডিটোরিয়ামে খুদে ফুটবলার থেকে বর্ষীয়ান সকল অংশের খেলোয়াড়দের ভিড়ে ঠাসা এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ফুটবলের প্রসার ঘটছে । এটা ভাল লক্ষণ । স্কুল -মহকুমা - জেলা প্রতিটি স্তরেই এর প্রসার ঘটছে । আরও প্রসার ঘটাতে হবে । প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের প্রতি নজর রাখতে হবে । রাজ্যের ক্রীড়া ক্ষেত্রের উন্নয়নের বিষয়টির কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা একটি ছোট্ট রাজ্য । এর আর্থিক সীমাবদ্ধতাও রয়েছে । এরপরও রাজ্য সরকার রাজ্যে ২টি স্পোর্টস স্কুল গড়ে তুলেছে । এটা নিশ্চয়ই একটা সাহসী বিষয় । এই দু-টি স্পোর্টস স্কুলকে একাডেমীর আদলে ব্যবহার করে ক্রীড়া ক্ষেত্রকে আরও এগিয়ে নেয়া যেতে পারে । তিনি রাজ্য সরকার খেলাধূলার উন্নয়নে যে পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে সেই পরিমন্ডলকে কাজে লাগাতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান । তিনি বলেন, খেলার মাঠকে শুধুমাত্র পুরস্কারের জন্য ভাবা ঠিক নয় । খেলার মাঠ শৃঙ্খলার বড় বিষয় । এখানে দুশ্চিন্তা, অপচিন্তার অবসান ঘটে। খেলার মাঠে মানুষ জাতি, ধর্মের বিভেদের কথা ভুলে যান। এটা বন্ধুত্বের স্থান, এটা সম্প্রীতির ক্ষেত্র । প্রসঙ্গক্রমে তিনি বর্তমানে দেশে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টির প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে বলেন, দেশটা আমাদের সবার -এই কথা মনে রাখতে হবে ।

খেলার মাঠে মানুষে মানুষে সম্পর্ক সুদৃঢ় হওয়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী সরকার রাজ্যের পুলিশ প্রশাসনকে সারা রাজ্যে থানা ভিত্তিক ফুটবল প্রতিযোগিতা করা যায় কিনা সে বিষয়ে ভেবে দেখতে বলেন । এর ফলে গ্রামে গঞ্জে পুলিশের সাথে সাধারণ মানুষের সম্পর্ক এবং বন্ধুত্বই সুদৃঢ় হবে বলে উল্লেখ করেন তিনি । এই বিষয়ে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনকেও সঙ্গে নেয়া যেতে পারে বলে তিনি বলেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার গ্রামীণ ক্রীড়া এবং গ্রামীণ সংস্কৃতি দু-টিতেই গুরুত্ব দিচ্ছে । গ্রামীণ সংস্কৃতির বিকাশে সারা রাজ্যে পঞ্চায়েত থেকে রাজ্য স্তর পর্যন্ত গ্রামীণ সংস্কৃতির উৎসব সংগঠিত করেছে। ২৬ হাজারের বেশি গ্রামীণ শিল্পী এতে অংশ নিয়েছে। তাদের মধ্যে অনেক প্রতিভাবান শিল্পীও রয়েছে, যারা এই উৎসবের ফলে প্রথমবার আগরতলার মঞ্চে অংশ গ্রহণ করেছেন । একই ভাবে সারা রাজ্যে গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও সংগঠিত হচ্ছে। সেখানে খুদে খেলোয়াড় থেকে বয়স্ক -সকল অংশের খেলোয়াড়ই খেলার সুযোগ পাচ্ছেন । সকল অংশের মানুষকে মাঠে আসার সুযোগ করে দিতেই এই উদ্যোগ বলে মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন । রাজ্যে খেলাধূলার বিকাশে পরিকল্পনা তৈরীর ক্ষেত্রে যারা খেলার সাথে যুক্ত তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে তিনি পরামর্শ দেন ।

অনুষ্ঠানে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পবিত্র করে বলেন, গ্রামে ফুটবল খেলায় উন্মাদনা রয়েছে । এলাকা চিহ্নিত করে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করলে ফুটবল আরও অনেক এগিয়ে যাবে। তিনি বলেন, আমাদের রাজ্যে মেয়েদের ফুটবলটা খুব ভাল । এর প্রতি আরও নজর দিতে তিনি আহ্বান জানান । অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা পুলিশের মহানির্দেশক এ কে শুক্লা, ও এন জি সি-র ত্রিপুরা এসেটের জেনারেল ম্যানেজার জি বি এস এস রাও এবং ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের সভাপতি তথা অনুষ্ঠানের সভাপতি সুব্রত দেববর্মাও বক্তব্য রাখেন । স্বাগত ভাষণ দেন টি এফ এর সহ সম্পাদক নিহারেন্দ্র মজুমদার । ও এন জি সি-র পক্ষ থেকে ফুটবলের প্রশিক্ষণের জন্য ৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকার চেক টি এফ এ কে দেয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ফুটবলার পরিন্দ্র মালাকার এবং অপর্ণা চৌধুরীকে সংবর্ধনা দেয়া হয় । এছাড়া প্রয়াত ফুটবল রেফারি বিমলেন্দু গুপ্ত এবং প্রয়াত ফুটবল সংগঠক দিলীপ চক্রবর্তীকে মরণোত্তর সম্মান জানানো হয় । মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার পরিন্দ্র মালাকার, অপর্ণা চৌধুরী এবং প্রয়াত বিমলেন্দু গুপ্তর পত্নী স্মৃতি গুপ্ত ও প্রয়াত দিলীপ চক্রবর্তীর পত্নী পদ্মিনী চক্রবর্তীর হাতে সম্মান স্মারক ও মানপত্র তুলে দেন । অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিত বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ান ও রানার্স দলগুলিকেও পুরস্কৃত করা হয় । উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন স্বর সপ্তক সংগীত বিদ্যালয়ের শিল্পীরা ।

সেনাবাহিনীর নিয়োগ র‍্যালী সমাপ্ত

আগরতলা, ০৮ মে ।। ভারতীয় সেনাবাহিনীর শিলচর কার্যালয়ের উদ্যোগে আগরতলায় ২-৪ মে এক নিয়োগ র‍্যালীর আয়োজন করা হয়। এই নিয়োগ র‍্যালীতে ত্রিপুরার বিভিন্ন জেলা থেকে মোট ৭৯২৮ জন প্রার্থী অংশ গ্রহণ করেন । নিয়োগ র‍্যালীর সমাপ্তি দিনে মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, সেনাবাহিনীর ডি ডি জি (নর্থ স্টেটস) জোন ব্রিগেডিয়ার সঞ্জীব নাগপাল, কর্ণেল ময়াঙ্ক উপাধ্যায়, ত্রিপুরা সরকারের লেবার এন্ড এমপ্লয়মেন্ট দপ্তরের সচিব কে ডি চৌধুরী, পশ্চিম জেলার জেলা শাসক ড. মিলিন্দ রামটেকে প্রমুখরা উপস্থিত ছিলেন । দেশ গঠনের ক্ষেত্রে সেনা বাহিনীর এই উদ্যোগের প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী ।

স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

উদয়পুর, ০৮ মে ।। রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে গোমতী জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের উদ্যোগে আজ মাতাবাড়ী ব্লকের অন্তর্গত রাজনগর গ্রাম পঞ্চায়েতে এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে। শিবিরে হোমিওপ্যাথিক, আয়ুর্বেদিক এবং এলোপ্যাথিক প্রভৃতি তিন বিভাগেই পরিষেবা দেওয়া হয়েছে । সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত সংলগ্ন এলাকার ৭০ জন বাসিন্দাদের পরীক্ষা করে বিনামূল্যে অষুধ প্রদান করা হয়েছে ।

This document was created using Smart PDF converter
To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com

বুদ্ধ পূর্ণিমা ঃ রাজ্যপালের শুভেচ্ছা

আগরতলা, ০৮ মে ।। ভগবান বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষ্যে ১০মে বুদ্ধ পূর্ণিমা উৎসব উদযাপিত হবে । এই উপলক্ষ্যে রাজ্যপাল তথাগত রায় সমস্ত ত্রিপুরাবাসীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন । এক শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বলেন, বুদ্ধ পূর্ণিমা শুধু ভারতে নয় বিশ্বের অনেক দেশেই পালিত হয়ে আসছে । ভগবান বুদ্ধ তার আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ যথা সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধির মাধ্যমে জীবনে চলার রাস্তা দেখিয়ে গিয়েছিলেন । বর্তমানে বিশ্বে বিভিন্ন অংশে হিংসা ও রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটে চলেছে । তাই বুদ্ধের শান্তি, সৌভ্রাতৃত্ব ও অহিংসার বাণীর এখনো অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে । তিনি আগামী দিনগুলিতে রাজ্যবাসীর জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন ।

বুদ্ধ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

আগরতলা, ০৮মে ।। মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বুদ্ধ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সকল ত্রিপুরাবাসী, বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ও অনুরাগীদের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন । এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, লোভ, ক্রোধ, ঘৃণা মুক্ত হয়ে মানুষ যাতে মৈত্রী ও সৌভ্রাতৃত্বের ভাবনায় নিজেদের উজ্জীবিত করে সমাজের শান্তি সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার এক অমলিন পরিবেশ গড়ে তোলে তার জন্য মহামানব বুদ্ধদেব শিক্ষিত হতে সাহায্য করেছেন । মহান বুদ্ধের এই শিক্ষা ও বাণী আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। আমাদের বিশ্বাস, আমাদের সমাজে ধর্ম - বর্ণের আশ্রয় নিয়ে মানুষের মধ্যে যে বিভাজন তৈরির কুটিল প্রয়াস চলছে তাকে প্রতিহত করতে এবং শুভবুদ্ধি ও ভাবনার প্রসারে মহান বুদ্ধের ভাবনা ও শিক্ষা সহায়ক হবে ।

বিশালগড় মহকুমায় স্বাস্থ্য শিবিরের কর্মসূচী

বিশালগড়, ০৮ মে ।। মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবার সুযোগ পৌঁছে দিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে বিশালগড় মহকুমার বিশালগড় ও চড়িলাম ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় ১১মে ও ১৭মে ৭টি স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । বিশালগড়স্থিত সিপাহীজলা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও বিশালগড় মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিকের কার্যালয় থেকে এ ব্যাপারে জানানো হয়, শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় অষুধ দেওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজন অনুসারে রোগ প্রতিরোধে বিভিন্ন টিকাও দেওয়া হবে । কর্মসূচী অনুযায়ী আগামী ১১মে স্বাস্থ্য শিবির সংগঠিত হবে পূর্ব লক্ষীবিল উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত দোওয়াসপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে, দুর্গানগর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত দুর্গানগর অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে, রঘুনাথপুর উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত পূর্বনয়াপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে, রাউথখলা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত পশ্চিম জাঙ্গালিয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে, রামছড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত শম্ভুবর্মনপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে, সুতারমুড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত তিলক ঠাকুরপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। ১৭মে স্বাস্থ্য শিবির হবে চাম্পামুড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত কাপালীপাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে এবং স্বর্ণময়ীপাড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের অন্তর্গত পূর্ব শিবনগর অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে । উল্লিখিত স্বাস্থ্য শিবিরগুলির সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণের কাছে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয় থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে ।

সাংস্কৃতিক কর্মশালা সমাপ্ত

উদয়পুর, ০৮ মে ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং রাজনগর হাই স্কুলের ব্যবস্থাপনায় রাজর্ষি উৎসবকে কেন্দ্র করে ১০ দিনের সাংস্কৃতিক কর্মশালা আজ শেষ হয়েছে । কর্মশালায় ১২৬ জন ছাত্রছাত্রী সহ স্থানীয় শিল্পীরা অংশ গ্রহণ করেন । কর্মশালায় রবীন্দ্র সংগীত ও রবীন্দ্র নৃত্যের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের শিল্পীরা ছাড়াও স্থানীয় শিল্পীরা প্রশিক্ষণ দেন । আজ কর্মশালার সমাপ্তি দিনে রাজর্ষির মুক্তমঞ্চে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিল্পীদের নিয়ে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি সুব্রত দেব, মাতাবাড়ী ব্লকের বি ডি ও জয়ন্ত ভট্টাচার্য, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা টিংকু বিশ্বাস প্রমুখ । উল্লেখ্য কর্মশালায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিল্পীরা আগামীকাল রাজর্ষি উৎসবে সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করবে ।

তেপানীয়া ব্লক ভিত্তিক গড়িয়া উৎসব সমাপ্ত

উদয়পুর, ০৮ মে ।। তেপানীয়া ব্লক ভিত্তিক গড়িয়া উৎসব গত ৬মে ব্লকের হদ্রা পঞ্চায়েতের জমাতিয়া পাড়া অঙ্গনওয়াড়ী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। তেপানীয়া ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসবের উদ্বোধন করেন গোমতী জিলা পরিষদের সদস্য প্রীতিলতা আইচ মজুমদার । উৎসবে উপজাতিদের বিভিন্ন চিরাচরিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন ব্লক এলাকার উপজাতি শিল্পীরা । উদ্বোধকের ভাষণে জিলা পরিষদের সদস্য প্রীতিলতা আইচ মজুমদার বলেন, উপজাতিদের চিরাচরিত উৎসবগুলি এখন শুধুমাত্র উপজাতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । এই উৎসবগুলি এখন সকল অংশের মানুষের উৎসবে পরিণত হয়েছে । সংস্কৃতি ঐক্য সমাজে শান্তি -সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে । রাজ্যে জাতি - উপজাতির সম্প্রীতির পরিবেশ রয়েছে বলেই সকল অংশের মানুষের সামাজিক উন্নয়ন ঘটছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন তেপানীয়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান বিজন চক্রবর্তী । উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান ননীগোপাল দেবনাথ রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক চিত্তরঞ্জন জমাতিয়া, প্রধান মঞ্জুরাণী পাল, বিশিষ্ট সমাজসেবী নারায়ণ মজুমদার প্রমুখ।

কানাইলাল সরকারের প্রয়াণে উপাধ্যক্ষের শোক

জিরানীয়া, ০৮ মে ।। পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মবিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি কানাইলাল সরকারের মৃত্যুতে রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের সমবেদনা জানিয়েছেন । এক শোকবার্তায় তিনি বলেছেন, কানাইলাল সরকারের মৃত্যু সমাজ জীবনে এক অপূরণীয় ক্ষতি। তাঁর অভাব সহজে পূরণ করা যাবেনা । উল্লেখ্য গত ৫মে ভোরে কানাইলাল সরকার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর ।

পেঁচারথলে বাদ্যযন্ত্র বিতরণ

কুমারঘাট, ৮ মে ।। পেঁচারথল ব্লকের সভাকক্ষে গত ৫ মে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ব্লক এলাকার ২টি লোক রঞ্জন শাখাকে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র দেওয়া হয় । তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বিধায়ক অরুণ কুমার চাকমা, ব্লকের বি ডি ও পিযুষ দেব সহ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন । অনুষ্ঠানে প্রতিটি লোক রঞ্জন শাখাকে হারমোনিয়াম, খাম, তবলা, করতাল ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র প্রদান করা হয় ।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়ার আসর ১০ মে

ধর্মনগর, ৮ মে ।। উত্তর ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক গ্রামীণ ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আগামী ১০মে বীরবিক্রম ইনস্টিটিউশন মাঠে অনুষ্ঠিত হবে । যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, ক্রীড়া পর্ষদ এবং স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন হবে ঐ দিন সকাল ৯টায় । উদ্বোধন করবেন রাজ্য ক্রীড়া পর্ষদের প্রাক্তণ সহ-সভাপতি প্রাক্তণ বিধায়ক অমিতাভ দত্ত । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শক্তি ভট্টাচার্য । বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক রাজেন্দ্র রিয়াং, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি স্বপন কুমার দেবনাথ ও ধর্মনগর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মানিকলাল নাথ । সভাপতিত্ব করবেন জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস । সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উপঅধিকর্তা অলোক মুখার্জী এ তথ্য জানিয়েছেন ।

আগরতলা পুর নিগম এলাকায় পানীয় জলের উৎস

আগরতলা, ৮ মে ।। আগরতলা পুর নিগমের বর্ধিত এলাকায় পানীয় জল সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর থেকে নতুন ২০টি ওভার হেড ট্যাঙ্ক তৈরী ও ৬টি ওয়াটার ট্রিটম্যান্ট প্ল্যান্ট স্থাপন এবং ৩৫টি ডিপটিউবওয়েল খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে । এই কাজে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২৪৬ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের তত্বাবধায়ক প্রকৌশলী বিনয় ভূষণ ঘোষ এই সংবাদ জানিয়েছেন ।

করবুকে স্বাস্থ্য শিবিরের কর্মসূচী

উদয়পুর, ০৬মে ।। করবুক সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে চলতি মাসে বিভিন্ন স্থানে স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । কর্মসূচী অনুযায়ী ৮মে পতিছড়ি ভিলেজের হরিব্রত পাড়ায়, ১৫মে পূর্ব করবুক ভিলেজের শ্রীনাথ পাড়ায়, ২০মে দক্ষিণ একছড়ি ভিলেজের দেবেন্দ্র পাড়ায় এবং ২২মে পতিছড়ি ভিলেজের যাদব পাড়ায় স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হবে । সংশ্লিষ্ট এলাকার জনগণকে এই সমস্ত স্বাস্থ্য শিবিরগুলির সুযোগ গ্রহণ করার জন্য স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে ।

সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চক্ষু চিকিৎসা শিবির ৮মে

বিশালগড়, ০৬মে ।। আগামী ৮মে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে সোনামুড়া মহকুমা হাসপাতালে এক দিনের বিশেষ চক্ষু চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে । শিবিরে চক্ষু পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় অষুধ দেয়া হবে । এছাড়া রোগীর প্রয়োজন অনুসারে চক্ষু অপারেশনও করা হবে । চক্ষু বিশেষজ্ঞগণ শিবিরে চিকিৎসা করবেন । সিপাহীজলা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানিয়েছেন ।

বুদ্ধ পূর্ণিমা ঃ ১০মে পশ্চিম জেলায় ড্রাই ডে

আগরতলা, ০৬মে ।। আগামী ১০মে,২০১৭ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে পশ্চিম জেলার সমস্ত মদের দোকান বন্ধ থাকবে। বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, শান্তি ও সুস্থিতি বজায় রাখতে জেলার জেলা শাসক ড. মিলিন্দ রামটেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে এই আদেশ জারি করেছেন । ত্রিপুরা শুল্ক আইন ১৯৯০-এর ১৭৪-এ(বি) ধারায় এই আদেশ জারি করা হয়েছে । আদেশে বলা হয়েছে পশ্চিম জেলায় সেদিন ড্রাই ডে হিসেবে পালন করা হবে ।

৯মে রাজর্ষি উৎসবের উদ্বোধন

উদয়পুর, ০৬মে ।। আগামী ৯মে থেকে ১১মে তিনদিন ব্যাপী উদয়পুর পুরাতন রাজবাড়ির ভুবনেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে রাজর্ষি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এদিন বিকেল ৫টায় পর্যটন মন্ত্রী রতন ভৌমিক রাজর্ষি উৎসবের উদ্বোধন করবেন । প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন বিধায়ক মাধব সাহা । বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন মাতাবাড়ী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রেখারানী মজুমদার, উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন সুব্রত দেব । সম্মানিত অতিথি হিসেবে থাকবেন গোমতী জেলা শাসক র‍্যাভেল হেমেন্দ্র কুমার, পুলিশ সুপার বিজয় দেববর্মা । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুনীতি সাহা । রাজর্ষি উৎসবের সমাপ্তি দিনে অর্থাৎ ১১মে বিকাল ৫টায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকবেন গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া । সম্মানিত অতিথি থাকবেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা এম কে নাথ । বিশেষ অতিথি থাকবেন মাতাবাড়ি বি এ সি-র চেয়ারম্যান বিপিন রিয়াং, গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক অনিমেশ দাস । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন গোমতী জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি দীনবন্ধু দাস ।

চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

বিশালগড়, ০৬মে ।। চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা সম্প্রতি পঞ্চায়েত সমিতির হলে অনুষ্ঠিত হয় । স্থায়ী কমিটির সভাপতি প্রিয়লাল লোধের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় স্থায়ী কমিটির সদস্য-সদস্যাগণ ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন ।সভায় সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, এম জি এন রেগার মাধ্যমে চড়িলাম ব্লক এলাকার ৩২টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে নতুন রান্না ঘর, ৪৩টি কেন্দ্রে স্বাস্থ্য সম্মত শৌচালয় এবং ৫৪টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে কিচেন গার্ডেন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । সভায় পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান দিলীপ রায় ব্লক এলাকায় গৃহীত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতির উপর গুরুত্বারোপ করেন । সভায় জানানো হয়, ব্লক এলাকায় নতুন ২টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে । ব্লক সাক্ষরতা সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয় গত মূল্যায়ন পরীক্ষায় চড়িলাম ব্লক জেলাতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে । চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান পুষ্পরানী সিনহা এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন ।

This document was created using Smart PDF converter. To remove this message purchase the product at www.SmartPDFConverter.com